৩০/৪/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ......

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরদর্শিতা

জাতীয় উচ্চ শিক্ষাপ্রদান, নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশের উদ্দেশ্যেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য ছিল সেশনজট দূর করা এবং সম্ভব স্বল্প সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। জাতির দুর্ভাগ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্ম থেকে অদ্যাবধি সেশনজট নিরসন তো দূরের কথা, যথাসময়ে একটি পরীক্ষারও ফল প্রকাশ করতে পারেনি। ১০ মাসের আগে কোনো পরীক্ষারই ফলাফল এ বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাদের অনভিজ্ঞতা, অপারদর্শিতা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত সত্যে রূপ পেয়েছে। এদের অনিয়ম এবং অদক্ষতা নিয়ে প্রায়শই পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়। অথচ দিন দিন অনিয়ম বেড়েই চলছে যার কারণ অজ্ঞাত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি স্বেচ্ছাচারিতা এবং অদূরদর্শিতা সম্পর্কে বলতে চাই। ক. অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে ঘন ঘন (প্রায় প্রতি বছর) সিলেবাস পরিবর্তন, খ. রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নিয়মের ঘন ঘন বিবর্তন, গ. আগের শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার ফলাফল না দিয়েই পরবর্তী পরীক্ষা গ্রহণ, ঘ. প্রমাণিত নকলপ্রবণ কেন্দ্র বাতিল না করা, ঙ. পরীক্ষা ফি এবং কেন্দ্র কি নির্ধারণে ব্যাপক অনিয়ম।

২০০০ সালের অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষার ফরম পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে এ পর্যন্ত তিনটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে প্রতি পত্রের পরীক্ষার ফি ছিল ১০০ টাকা বিলম্ব ফি ৭০ টাকা এবং কেন্দ্র ফি ১৭৫ টাকা। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে প্রতি পত্রের ফি ১১০ টাকা বিলম্ব ফি ৮০ টাকা এবং কেন্দ্র কি ১৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফি বর্ধিত করা সত্ত্বেও 'কম্প্রিহেনসিভ' নামে নতুন চালু করা অর্ধপত্রের ফি নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক মহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আদৌ এটির পরীক্ষা হবে কিনা। ইতিমধ্যে ফরম পূরণের তারিখ কলেজগুলোতে শেষ হয়েছে। আকস্মিকভাবে ৯ এপ্রিল ২০০১ তারিখে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা যায় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষার ফরম পূরণকারীদের 'কম্প্রিহেনসিভ' পরীক্ষার জন্য ৬৬ টাকা হারে ফি প্রবেশপত্র গ্রহণের আগে জমাদানের নির্দেশ দিয়েছে। পরীক্ষার ফি বাড়তে পারে এটি অসম্ভব নয়। কিন্তু অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষার ফি একই বছর বারবার বাড়াতে হবে কেন? 'কম্প্রিহেনসিভ' নামক নতুন পত্রটির ফি নির্ধারণের কথাটি কেন কর্তৃপক্ষের মনে থাকবে না, সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতেও কেন তার উল্লেখ করা হবে না, কেনই বা কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর নতুন ধার্য করা ফি প্রদানের নির্দেশ করা হবে- তা অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া দরকার। এ ভুল নয়, অদক্ষতা, অজ্ঞতা বললেও বেশি বলা হবে না। তবে এ শ্রেণীর দায়িত্ববানদের কাছ থেকে জাতি কি আশা করতে পারে?

এখানেই শেষ নয়; অদূরদর্শিতার পরিচয় আরো আছে। অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের পাঁচটি পূর্ণ ও একটি অর্ধপত্রের পরীক্ষা এবং অনিয়মিতদের ছয়টি পূর্ণ ও একটি অর্ধপত্রের পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষার কেন্দ্র ফি ১৯০ টাকা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০০ সালের অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পার্ট-২ তে মাত্র একটি পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অথচ কেন্দ্র ফি ১৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাড়ে ছয়পত্র পরীক্ষার কেন্দ্র ফি ১৯০ টাকা হলে প্রথম পত্রের কেন্দ্র ফি কেন ১৯০ টাকা হবে? বিষয়টি নিঃসন্দেহে কাণ্ডজ্ঞানহীন পরিচায়ক।

আমরা আশা করি, শিগগিরিই কেন্দ্র ফি পুনঃনির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষার্থীদের এ বছরই সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং আরেকটি কেন্দ্র ফি প্রদান করতে হবে। কেন্দ্র ফি নির্ধারণের আগে কর্তৃপক্ষের উচিত কটি বিষয় এবং কটি পত্রের পরীক্ষা হবে তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষের ফলাফল প্রকাশের আগেই পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা গ্রহণের প্রবণতা পরিহার একান্ত জরুরি। বরং ফলাফল প্রকাশে অধিক যত্নবান হয়ে সেশনজট নিরসনের ব্যবস্থা করলেই জাতি উপকৃত হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত না হয়ে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকায় সক্রিয় থাকুক এটিই জাতির প্রত্যাশা।

এস এ রউফ
বাসা নং-৩, রোড নং-৬
উত্তরা শান্তি মহল
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।